সমকাল

তারিখ ... 24 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু

রাস্তা আটকে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর বনানীতে সোমবার উল্টোপথে আসা পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রিয়াজউদ্দিন অপুর মৃত্যুর ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা শ্যামলীতে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন তার সহপাঠীরা। আগামী শনিবার দুপুরের মধ্যে দুর্ঘটনায় দায়ীদের গ্রেফতার না করা হলে ফের রাস্তায় নামার ঘোষণা দেন তারা। এ সময় ব্যস্ততম মিরপুর সড়কে প্রায় দেড় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। দুর্ভোগে পড়েন বিভিন্ন গন্তব্যের মানুষ। পরে শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নিলে দুপুর ২টা থেকে যান চলাচল ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

রাস্তা আটকে শিক্ষার্থীদের

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

স্বাভাবিক হয়। ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনাটি তদন্তের জন্য গতকাল ঢাকা মহানগর ট্রাফিক পুলিশ উত্তর বিভাগের সহকারী কমিশনার (প্রশাসন) শাহেন শাহকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিকে খোদ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গাড়ি আইন ভেঙে উল্টোপথে গিয়ে এক ছাত্রের প্রাণ নেওয়ার ঘটনায় বিভিন্ন মহলে সমালোচনার ঝড় বইছে। সবাই বলছেন, শুধু চালক নয় ওই বাসে থাকা পুলিশ সদস্যরাও এই মর্মান্তিক ঘটনার দায় এড়াতে পারেন না। তাদের নির্দেশনা মেনেই উল্টোপথে চলছিল বাসটি। এ কারণে চালকসহ দায়ী পুলিশ সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও অনেককে এ নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করতে দেখা যায়।

সোমবার বিকেলে মোটরসাইকেলে কাকলী মোড় থেকে নৌবাহিনী সদর দপ্তরের দিকে যাচ্ছিলেন রিয়াজউদ্দিন অপু। এ সময় পুলিশ সদস্যদের পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত একটি বাসের ধাক্কায় অপু রাস্তায় ছিটকে পড়ে মারা যান। একই মোটরসাইকেলে থাকা তার এক বন্ধুও আহত হন।

অপু নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে গতকাল দুপুর সোয়া ১২টার দিকে মিরপুর সড়কের শ্যামলী অংশে অবরোধ করেন আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। মূলত মানববন্ধন করার কথা থাকলেও বিপুলসংখ্যক বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীর উপস্থিতির কারণে নিউমার্কেট থেকে গাবতলীমুখী সড়কটিতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় শিক্ষার্থীরা নানা রকম স্লোগান দিতে থাকেন। মাঝে পুলিশ কর্মকর্তাদের একটি দল তাদের রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার অনুরোধ করলেও তাতে কাজ হয়নি। বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা শনিবার দুপুরের মধ্যে দোষীদের গ্রেফতার করতে সময় বেঁধে দিয়ে দুপুর ২টার দিকে অবরোধ তুলে নেন তারা।

মোহাম্মদপুর থানার ওসি জামাল উদ্দিন মীর দাবি করেন, আন্দোলনকারীরা যানবাহনে ভাংচুর বা কোনো স্থাপনার ক্ষতি করেনি।

ঢাকা মহানগর পুলিশের গণমাধ্যম ও জনসংযোগ শাখার উপকমিশনার মারুফ হোসেন সরদার সমকালকে বলেন, দুর্ঘটনার পরপরই পুলিশের রিকুইজিশন করা বাসটি জব্দ ও এর চালক মল্লিক জুলফিকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনায় গতকাল নিহতের ভাই হারিছ মোহাম্মদ বাদী হয়ে চালকের বিরুদ্ধে বনানী থানায় মামলা করেছেন। চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় এক সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

তদন্তের দায়িত্বে থাকা সহকারী কমিশনার শাহেন শাহ সমকালকে বলেন, সোমবারের দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে বুধবার ডাকা হয়েছে। গাড়িতে যেসব পুলিশ সদস্য ছিলেন, তাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কেন ও কোন পরিস্থিতিতে তারা উল্টোপথে গাড়ি চালিয়ে গেলেন তা খতিয়ে দেখা হবে। ওই এলাকায় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ কেন তাদের যেতে দিয়েছে তাও জানতে চাওয়া হবে। এরপর জমা দেওয়া হবে সার্বিক বিষয়ের তদন্ত প্রতিবেদন।